"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রায় সম্পূর্ণ অ্যাটেনশান দাও, এর দ্বারা-ই তোমরা সতোপ্রধান হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর বাচ্চাদের উপরে কীরূপ কৃপা করেন?

*উত্তরঃ - বাবা বাচ্চাদের কল্যাণার্থে যা ডাইরেকশন দেন, সেই ডাইরেকশন দেওয়া-ই হলো তাঁর কৃপা। বাবার প্রথম ডাইরেকশন হলো - মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। দেহী-অভিমানী খুব শান্ত থাকে তাদের চিন্তা ভাবনা কখনো উল্টো চলতে পারে না।

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে কীরকম সেমিনার করা উচিত?

*উত্তরঃ - যখন হাটতে যাও, তখন স্মরণের রেস করো এবং তারপরে নিজেদের মধ্যে বসে সেমিনার করো যে, কে কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করেছে। এখানে স্মরণের জন্য একান্তও খুবই ভালো।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কি করছো? বাচ্চারা বলবে - বাবা, আমরা যে সতোপ্রধান ছিলাম আমরাই তমোপ্রধান হয়েছি। বাবা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে আমাদের পুনরায় সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। এখন বাবা তুমি পথ বলে দিয়েছো। এটা কোনও নতুন কথা নয়। সব থেকে পুরানো কথা। সবচেয়ে পুরানো হলো স্মরণের যাত্রা, এতে শো করবার (কিছু দেখাবার) কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি? কতখানি সতোপ্রধান হয়েছি? কীরূপ পুরুষার্থ করছি? সতোপ্রধান তখন হবো যখন শেষে গিয়ে অন্তিম সময় আসবে। সেসবের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। যে যা কিছুই করে নিজের জন্যই করে। বাবাও কোনও কৃপা করেন না।, বাচ্চাদেরকে যে ডায়রেক্শন দেন, তাদেরই কল্যাণের জন্য। বাবা তো হলেনই কল্যাণকারী। অনেক বাচ্চা উল্টো জ্ঞানে চলে যায়। বাবা ফীল করেন - দেহ-অভিমানী অহংকারী হয়। দেহী-অভিমানী বড়ই শান্ত হয়ে থাকবে। তারা কখনো উল্টো পাল্টা চিন্তা ভাবনা করবে না। বাবা তো সব রকম ভাবে পুরুষার্থ করাতে থাকেন। মায়াও খুব শক্তিশালী, ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও আক্রমণ করে। তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হয় না। আজ খুব ভালো ভাবে স্মরণ করবে, কাল দেহ অহংকারে এমন এসে যাবে যেন ষাড়, কিম্বা গিরগিটি। ষাড়ের খুব অহংকার থাকে। এর জন্য একটি কথা প্রচলিত আছে - সুর মন্ডলের বাদ্য সম্পর্কে দেহ-অভিমানী ষাড় কি জানবে.....। দেহ-অভিমান খুব খারাপ জিনিস। খুব পরিশ্রম করতে হয়। শিববাবা তো বলেন আই অ্যাম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট (আমি হলাম খুব বিশ্বস্ত সেবক)। এমন নয়, নিজেকে সার্ভেন্ট বলবে আর নবাবী চালে চলবে। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। এই কথা তো খুব সহজ, এতে কোনও বাগাড়ম্বর নেই। মুখে কিছুই বলতে হয় না। যেখানেই যাও, মনে মনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন নয়, এখানে বসলে বাবা সাহায্য করেন। বাবা তো এসেছেন-ই সাহায্য করতে। বাবার এই চিন্তা তো থাকে - বাচ্চারা, কোথাও যেন কোনও গাফিলতি না করে। মায়া এখানেই ঘুসি মেরে দেয়। দেহ-অভিমান অতীব খারাপ। দেহ-অভিমানে আসার ফলেই একেবারেই মাটিতে এসে পড়েছে। বাবা বলেন এখানে এসে বসলে মোস্ট বিলভেড বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন আমিই হলাম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে, এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হবে। বাচ্চাদের এখনও সেই অবস্থা আসেনি যে কাউকে ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার চাই। তা নাহলে তলোয়ার কোনও কাজের নয়। মূল কথাই হলো স্মরণের যাত্রা। অনেক বাচ্চারাই উল্টো পাল্টা কাজকর্ম করতে ব্যস্ত থাকে। স্মরণের যাত্রা আর পড়াশোনা করে না। সেইজন্য এতে টাইম পায় না। বাবা বলেন এমন পরিশ্রম কোরো না যে নিজের জীবিকার পিছনে ছুটে ছুটেই নিজের পদ মর্যাদা হারিয়ে ফেললে। নিজের ভবিষ্যৎ তো তৈরি করতে হবে তাইনা। কিন্তু সতোপ্রধান হতে হবে। এতেই অনেক পরিশ্রম রয়েছে। অনেক বড় বড় মিউজিয়াম ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে, কিন্তু স্মরণের যাত্রায় থাকে না। বাবা বুঝিয়েছেন স্মরণের যাত্রায় গরীব, বান্ধেলীরা বেশি থাকে। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে স্মরণ করে। শিববাবা আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। অবলা নারীদের উপরে অত্যাচার হয়, এইরূপ গায়নও রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। সত্যনিষ্ঠ স্টুডেন্ট হও। ভালো স্টুডেন্ট যারা হয় তারা একান্তে বাগানে গিয়ে বসে পড়া তৈরী করে। তোমাদেরও বাবা বলেন, যেখানেই যাও, ঘোরো ফেরো, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের যাত্রা করার শখ রাখো। জাগতিক ধন উপার্জন করার চেয়ে এই অবিনাশী ধন তো হলো অনেক অনেক উচ্চ। জাগতিক বিনাশী ধন তো নষ্ট হয়ে যেতেই হবে। বাবা জানেন - বাচ্চারা, সার্ভিস পুরো করে না, স্মরণেও খুবই কম

থাকে। প্রকৃত সত্য সার্ভিস যা করা উচিত তা করে না। স্থূল সার্ভিসের দিকে মন চলে যায়। যদিও ড্রামা অনুসারে হয় কিন্তু বাবা তবুও পুরুষার্থ তো করাবেন তাই না। বাবা বলেন - যে কর্মই করো, কাপড় সেলাই করো, বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বুঝিয়েছেন বীর বাহাদুরের সঙ্গে মায়াও বীরের মতো যুদ্ধ করে। বাবা নিজের কথাও বলেন। আমি বীর, জানি আমি বেগার টু প্রিন্স হবো তবুও মায়া সামনে এসে যায়। মায়া কাউকেই ছাড়ে না। পালোয়ানদের সাথে তো আরই বেশি যুদ্ধ করে। অনেক বাচ্চারা নিজের দেহের অহংকারে থাকে। বাবা কতখানি নিরহংকারী হয়ে থাকেন। বলেনও বাচ্চারা, আমিও তোমাদের সার্জেন্ট, যে তোমাদের নমস্কার করে। তারা তো নিজেদের খুব উঁচুতে ভাবে। এই দেহ-অহংকার সব ভাঙতে হবে। অনেকের মধ্যে অহংকারের ভূত বসে আছে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখানে তো খুব ভালো চান্স রয়েছে। ঘুরে বেড়ানোর জন্যও ভালো। অবসরও রয়েছে, ঘুরে ফিরে বেড়াতে হলে বেড়াও, তারপরে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো কতক্ষণ স্মরণে ছিলে, অন্য কোনও দিকে বুদ্ধি ছিল কি? এইরকম নিজেদের মধ্যে সেমিনার করা উচিত। অবশ্যই ফিমেল আলাদা, মেল আলাদা। ফিমেল আগে থাকবে, মেল পিছনে। কারণ মাতাদের রক্ষা করতে হবে তাই মাতাদের আগে রাখতে হবে। এইখানে খুব ভালো নির্জন স্থান (একান্ত এর জন্য) আছে। সন্ন্যাসীরাও নির্জন স্থানে চলে যেতেন। সতোপ্রধান সন্ন্যাসীরা খুবই নির্ভীক ছিলেন। জন্তু জানোয়ারদের ভয় পেতেন না। সেই নেশায় থাকতেন। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এক একটি ধর্ম যে স্থাপন হয়, প্রথমে সতোপ্রধান থাকে, তারপরে রজঃ, তমঃ-তে আসে। সন্ন্যাসীরা যারা সতোপ্রধান ছিলো তারা ব্রহ্মের মস্তিতে মগ্ন থাকতো। তাদের আকর্ষণ শক্তি ছিল। জঙ্গলে ভোজন প্রাপ্ত হয়ে যেতো। দিন দিন তমোপ্রধান হওয়ায় শক্তি কম হয়ে গেছে।

তাই বাবা রায় দেন যে - এখানে বাচ্চাদের কাছে নিজের উন্নতির জন্য অনেক চান্স রয়েছে। এখানে তোমরা আসো উপার্জন করতে। বাবার সঙ্গে কেবল মিলন করলেই উপার্জন থোড়াই হবে। বাবাকে স্মরণ করলে উপার্জন জমা হবে। এমন ভেবো না বাবা আশীর্বাদ করবেন, তা নয়। ওই সাধু সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদ করে, কিন্তু তোমাদের পতন হতেই হবে। এখন বাবা বলেন - জিনের মতো নিজের বুদ্ধিযোগ উপরে লাগাও। জিনের কাহিনী আছে না। সে বলে আমাকে কাজ দাও। বাবাও বলেন - তোমাদের ডাইরেকশন দিচ্ছি, স্মরণে থাকো তো জীবন তরী পার হয়ে যাবে। তোমাদের অবশ্যই সতোপ্রধান হতে হবে। মায়া যতই মাথা কুটে নিক আমরা তো শ্রেষ্ঠ বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করবো। এমন ভাবে মনে মনে বাবার মহিমা বর্ণনা করতে করতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কোনও মানুষকে স্মরণ করবে না। ভক্তি মার্গের যা নিয়ম সেসব জ্ঞান মার্গে হতে পারে না। বাবা শিক্ষা দেন স্মরণের যাত্রায় তীব্রতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। মুখ্য কথা হলো এটাই। সতোপ্রধান হতে হবে। বাবার ডাইরেক্সন প্রাপ্ত হয় - বেড়াতে গিয়েও স্মরণে থাকো। তাহলে পরমধাম নিজ গৃহ স্মরণে থাকবে, রাজত্ব স্বর্গের কথা স্মরণে থাকবে। এমন নয়, স্মরণে বসে-বসে পড়ে যাবে। তাহলে তো সেটা হঠযোগ হয়ে যায়। এটা তো সোজা কথা যে - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অনেক বাচ্চার বসে-বসে পতন হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন চলতে-ফিরতে, খাওয়া দাওয়া করতে করতেও স্মরণে থাকো। এমন নয় বসে-বসে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাতে তোমাদের কোনও পাপ নষ্ট হবে না। এভাবেও মায়ার বিঘ্ন আসে অনেক। এই যে ভোগ ইত্যাদির যেসব প্রথা প্রচলিত আছে, যে'সবের মধ্যে কিছুই নেই। সেইটি না হলো জ্ঞান, না যোগ। সাক্ষাৎকারের কোনও দরকার নেই। অনেকের সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু তার আজ আর নেই। মায়া বড়ই প্রবল। সাক্ষাৎকারের আশা কখনও রাখাও উচিত নয়। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে - সতোপ্রধান হওয়ার জন্য। ড্রামার কথাও জানো, এ হলো অনাদি ড্রামা, পূর্ব নির্মিত, যা রিপিট হতে থাকে। সে কথাও বুঝতে হবে এবং বাবা যা ডাইরেকশন দেন সেই মতো চলতেও হবে। বাচ্চারা জানে - আমরা পুনরায় এসেছি রাজযোগ শিখতে। ভারতেরই কথা। এই ভারত তমোপ্রধান হয়েছে আবার এই ভারতকেই সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাও ভারতেই এসে সকলের সদগতি করেন। এই হল খুবই ওয়ান্ডারফুল খেলা। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদের ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করতে পুরো ৫ হাজার বছর হয়েছে। এখন আবার ফিরে যেতে হবে। এই কথা অন্য কেউ আর বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে নিশ্চয়বুদ্ধি হতে থাকে। এ হল অসীম জগতের পাঠশালা। বাচ্চারা জানে - অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়ান, তিনি হলেন উস্তাদ, টিচার। অনেক বড় উস্তাদ তিনি। অত্যন্ত ভালোবেসে বোঝান। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা বড়ই আরাম করে ৬ টা পর্যন্ত ঘুমায়। মায়া একেবারে নাক থেকে ধরে নেয়। হুকুম চালাতে থাকে। শুরুতে তোমরা যখন ভাট্টিতে ছিলে তখন মাম্মা-বাবাও সার্ভিস করতেন। যেমন কর্ম আমরা করবো আমাদের দেখে অন্যরাও করবে। বাবা তো জানেন মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক সবাই নম্বর অনুযায়ী হয়। অনেকে আরামে থাকে। ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে। বাইরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে অমুকে কোথায়? তখন বলবে, নেই। কিন্তু ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে। কত কি হয়, বাবা বোঝাতে থাকেন। সম্পূর্ণ তো কেউ নয়, কত রকমের ডিস-সার্ভিস করে। যদিও বাবার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় -

মারো বা ভালোবাসো, আমরা তোমার দুয়ার ছাড়বো না। এখানে তো সামান্য সামান্য কথায় রুষ্ট হয়। যোগের খামতি রয়েছে। বাবা বাচ্চাদের কত বোঝান, কিন্তু কারো শক্তি নেই যে লিখবে। যোগ থাকলে লেখাতেও শক্তি থাকবে। বাবা বলেন এই কথাটি ভালো ভাবে প্রমাণ করো - গীতার ভগবান হলেন শিব, শ্রীকৃষ্ণ নয়।

বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের সব কথার অর্থ বোঝান। বাচ্চাদের এই নেশা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপর বাইরে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। খুব সময় নষ্ট করে। আমরা উপার্জন করে যজ্ঞে অর্পণ করবো, এমন চিন্তন মাথায় রেখে নিজের সময় নষ্ট করবে না। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তো তোমাদের কল্যাণ করতে এসেছি, তোমরা আবার নিজের ক্ষতি করছো। যজ্ঞে যারা কল্প পূর্বে সহযোগ করেছিল তারা করতে থাকে, করতে থাকবে। তোমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছো - এই করবো, সেই করবো। ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে - যারা বীজ বপণ করেছে, তারা-ই এখনও বপণ করবে। যজ্ঞের চিন্তা তোমরা কোরো না। নিজের কল্যাণ করো। নিজেকে সাহায্য করো। ভগবানকে তোমরা সাহায্য করো কি? ভগবানের কাছ থেকে তোমরা নাও, নাকি কিছু দাও? এইরূপ চিন্তন করা উচিত নয়। বাবা তো বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো। সঙ্গমে এসেই তোমরা দুই দিক দেখতে পাও। এখানে অসংখ্য মানুষ । সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা কম হবে। সারা দিন সঙ্গমেই দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। বাবা আমাদের কি থেকে কিসে পরিণত করে দেন ! বাবার পার্ট কতখানি ওয়ান্ডারফুল। ঘুরতে ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকো। অনেক বাচ্চারা সময় নষ্ট করে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই জীবন তরী পার হবে। কল্প পূর্বেও বাচ্চাদের এমন বোঝানো হয়েছিল। ড্রামা রিপিট হতেই থাকে। উঠতে-বসতে সারা কল্প বৃক্ষ যেন বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে, এ হল পড়াশোনা। বাকি যার যা জীবিকা করতে থাকো। পড়াশোনার জন্য সময় বের করা উচিত। মিষ্টি বাবা ও স্বর্গকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই অন্তিম সময়ে সেইরূপ গতি অর্থাৎ সদগতি হবে। শুধু বাবা, এখন তোমার কাছে এলাম বলে। বাবার স্মরণে শ্বাস-প্রশ্বাস সুখের হয়ে যাবে। ব্রহ্ম জ্ঞানীদের শ্বাস-প্রশ্বাসও সুখময় হয়ে যায়। ব্রহ্মের স্মরণেই থাকে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে কেউ গমন করে না। নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ করবে - এমনও হতে পারে। অনেকে উপবাসে থেকে শরীর ত্যাগ করে, তারা দুঃখে মারা যায়। বাবা তো বলেন খাও দাও, বাবাকে স্মরণ করো, অন্তিম সময়ে সদগতি হবে। মরতে তো হবেই, তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা স্মরণে রাখবে - যে কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যরা করবে। এমন আরাম প্রিয় হয়ে যেও না যার ফলে ডিস-সার্ভিস হবে। খুব খুব নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। নিজেকে নিজেই সাহায্য করে নিজের কল্যাণ করতে হবে।

২) জীবিকা বা ব্যবসায়িক কার্যে এমন ব্যস্ত হবে না যে, স্মরণের যাত্রা বা পড়াশোনা করার জন্য সময় না পাও। দেহ-অভিমান খুবই তুচ্ছ এবং খারাপ বস্তু, যা ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ- যেকোনও বিষয়কে কল্যাণের ভাবনা থেকে দেখে বা শুনে পরদর্শন মুক্ত ভব

সংগঠন যত বড় হতে থাকবে, পরিস্থিতিও তত বড় আসতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের সেফ্টি তখন হবে যখন দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না। নিজের স্বচিন্তনে থাকবে। স্বচিন্তনকারী আত্মা পরচিন্তন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি কোনও কারণবশতঃ শুনতেও হয়, যদি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে থাকো তাহলে নিজের ব্রেককে পাওয়ারফুল বানাও। দেখে-শুনে যতটা সম্ভব হয় কল্যাণ করো তারপর ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও।

স্লোগানঃ- নিজের সন্তুষ্টতা আর খুশীতে পরিপূর্ণ জীবনের দ্বারা প্রতিটি কদমে যে সেবা করে, সে-ই হলো সত্যিকারের সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;